দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ OCT. 17.2006 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

79

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ভার্সিটিতে অধ্যাপক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

কবির আহমেদ খান ॥ সরকারের শেষ সময়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) অধ্যাপক-সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। যোগ্যতার বাছবিচারকে থোরাই কেয়ার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে। জানা গেছে, বিএসএমএমইউ'র অন্তত

(৮-এর পাতায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল

(প্রথম পাতার পর)

১৬টি বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। মেডিসিন, গাইনি, সার্জারিসহ এসব বিভাগে সিনিয়র এবং যোগ্য শিক্ষকদের বঞ্চিত করে দলীয় ও অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে চেনামুখগুলোকে নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বিএসএমএমইউ'র নিয়োগবিধি অমান্য করে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের ৮ মাসের মাথায় সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। আবার সহযোগী অধ্যাপক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন অনেক দলীয় চিকিৎসক।

জোট সরকারে গত পাঁচ বছরে দুর্নীতি ও অনিয়মের রেকর্ড গড়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, অর্থের বিনিময়ে লোক নিয়োগ সবক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসক নিয়োগ করে অবস্থা এমন পর্যায়ে এনে দাঁড় করানো হয়েছে, এখন রোগীর তুলনায় এখানে চিকিৎসকের ছড়াছড়ি। একজন অধ্যাপকের পেছনে ২০ থেকে ৩০ মেডিক্যাল অফিসার হুমড়ি খেয়ে পড়েন রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে। অধ্যাপক-সহযোগী অধ্যাপকদের ব্যাপারে নানা অভিযোগ ও অযোগ্যতার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর বিভাগীয় প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বঞ্চিত হচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক এবং যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকরা। গাইনি, অনকোলজিতে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে দলীয় ভিত্তিতে দু'জনকে নেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। বিএনপি সমর্থক এক অধ্যাপকের স্ত্রী বর্তমানে খালেদা জিয়া মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে রয়েছেন। তাঁকে এখানে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে একই বিভাগে ব্যক্তিগত পদোন্নতি নেয়া সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হবে। জানা গেছে, এ দু'জনের কারও নিয়ম অনুযায়ী কোন অনুমোদিত দেশী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ক্যান্সারের ওপর পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা নেই। অথচ একই বিভাগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকা সত্ত্বে তাঁকে না নিয়ে রোগীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তিনি গাইনি বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে প্রায়ই ফোন করে একটি পাজেরো গাড়ির জন্য তাগাদা দেন। শেষ মুহূর্তে এই পাওনা না দিলে বর্তমান চেয়ারম্যানকে পরিবর্তন করা হতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। মেডিক্যাল অফিসার পদে সারা বছর ধরেই চলে নিয়োগ বাণিজ্য। রোগী কল্যাণ ফান্ডের টাকা হরিলুট এবং বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রথম থেকেই। এ কথায় দুর্নীতি, অনিয়ম আর হরিলুটে জর্জরিত দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। বিএসএমএমইউ'র ভিসি অধ্যাপক ডা. এমএ হাদী তাঁর বিরুদ্ধে আনা নানা অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন। তিনি বলেন, কোন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সরকারী চাকরিতে থাকা এক অধ্যাপক তাঁর সার্টিফিকেটের বয়স জালিয়াতির ঘটনায় ধরা পড়ার পর তাঁকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হয়। ওই অভিযোগে তাঁকে শুধু অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও পরবর্তীতে তাঁকে গুরুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হয় সরকারী দলের লোক হওয়ার কারণে। সার্জারি বিভাগের এক অধ্যাপক পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পদোন্নতির পরীক্ষায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। অথচ বর্তমানে তিনি সার্জারি বিভাগের একটি ইউনিটের প্রধান। তিনি বর্তমানে এমএস ও এফসিপিএস শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরও এক অধ্যাপককে বিশেষ পদে রাখা হয়েছে। এক ধরনের মানসিক রোগী এই অধ্যাপক রোগী দেখার ব্যাপারে বরাবরই ফাঁকি মারেন বলে জানা গেছে। নারীঘটিত বিষয়েও কয়েক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

একটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল অফিসারকে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইনি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। যোগদানের ৮ মাসের মাথায় সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ওই বিভাগে ৭/৮ বছরের সিনিয়র চিকিৎসক রয়েছেন। এই বিভাগে আরও একজন সহযোগী অধ্যাপককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সকল নিয়মকানুন উপেক্ষা করে। সরকারী হাসপাতালের গাইনি বিভাগের অধ্যাপককে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনি বিভাগের বন্ধ্যাকরণ বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ এই বন্ধ্যাত্বকরণ বিভাগে একজন অভিজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপককে পদোন্নতি দেয়া হয়নি।

দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একজন মেডিক্যাল অফিসারকে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গাইনি বিভাগের মতো সার্জারি, মেডিসিনসহ অধিকাংশ বিভাগেই জনবল নিয়োগে অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কোন কোন বিভাগে একটি বেডের বিপরীতে ২০ থেকে ৩০জন মেডিক্যাল অফিসার রয়েছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক কোন কাজ করেন না, রোগী দেখেন না, শুধু বেতন-ভাতা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।